আজ প্রতিপক্ষ নাইজার

হোম ফিলিংয়ে মজে রয়েছেন পাওলিনহোরা

পাওলিনহো-লিঙ্কনদের সাম্বা ছন্দে মেতে ওঠার অপেক্ষায় গোয়া।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মারগাঁও, ১২ অক্টোবর ঃ সেন্টিমেন্টোস এম কাসা !

পোর্তুগিজ শব্দ। বাংলা করলে মানে দাঁড়ায় ঘরের মতো অনুভূতি। ইংরেজিতে হোম ফিলিং।

গতকাল দুপুরে কোচি থেকে গোয়া পৌঁছে হোম ফিলিংয়েই মজে রয়েছে ব্রাজিল দল। গতকাল পাওলিনহোরা অনুশীলন করেননি।

আজ সন্ধ্যায় মূল স্টেডিয়ামে অনুশীলন করার কথা থাকলেও আচমকাই সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে ব্রাজিল দল। জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামের বদলে মূল মারগাঁও শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে উতোরদা বলে একটি গ্রামে চলে যান লিঙ্কন, অ্যালানরা।

এমন চমকপ্রদ ভাবনার পিছনেও সেই সেন্টিমেন্টোস এম কাসা!

নেপথ্যে গোয়া ফুটবল সংস্থার এক প্রতিনিধি। ঠিক একবছর আগে ব্রিকস কাপে খেলতে গোয়ায় এসেছিল ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-১৭ দল। ভিনিসিয়াস বিতর্ক বাদ দিলে প্রায় সেই দলটাই এবার বিশ্বকাপে। কোচ কার্লোস আমেদেউও রয়েছেন। সূত্রের খবর, আজ দুপুরে বেনোলিমের যে পাঁচতারা হোটেলে ব্রাজিল দল রয়েছে, সেখানে কোচ কার্লোসের সঙ্গে পোর্তুগিজ ভাষায় আড্ডা দিতে গিয়ে উতোরদার অনুশীলন মাঠের কথা মনে করিয়ে দেন গোয়া ফুটবল সংস্থার সেই কর্তা। তখনই ব্রাজিল কোচ সন্ধ্যার প্র্যাকটিসের স্থান বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। যার জন্য গোয়া পুলিশও প্রাথমিকভাবে তৈরি ছিল না। কিন্তু ওই যে লিখলাম, গোয়ায় এসে ব্রাজিল মজে রয়েছে হোম ফিলিংয়ে।

ভাষা এক। সংস্কৃতিরও অনেক মিল রয়েছে। আবহাওয়া, পরিবেশের মধ্যেও অনেক মিল। সবথেকে বড়ো কথা, কোচিতে হোটেলে সামান্য কিছু প্রয়োজন হলেও ব্রাজিল ফুটবলাররা ভাষা সমস্যার কারণে তা বোঝাতে পারছিলেন না সহজে। গোয়ায় ছবিটা পুরো আলাদা। টিম হোটেলের অনেকেই পোর্তুগিজ ভাষা জানেন। ফলে পুরো দল দারুণ মেজাজে। বিন্দাস মেজাজের সবথেকে বড়ো উদাহরণ পাওয়া গেল সন্ধ্যায় মূল স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের সাংবাদিক সম্মেলনের সময়। একেবারে শেষের দিকে কোচ কার্লোস পাশে থাকা ডিফেন্ডার লুকাসের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। যা শুনে ব্রাজিল দলের মিডিয়া ম্যানেজার গ্রেগরিও (ইনি দোভাষীর ভূমিকায়) হেসে ফেললেন। পরে ইংরেজি অনুবাদ করে জানালেন, 'কোচ কার্লোস আপনাদের সবাইকে আমাদের অনুশীলনে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন।'

ফুটবল দুনিয়ায় ব্রাজিল মানেই যেমন সাম্বা ঝড়ে সাফল্য। ঠিক তেমনই ব্রাজিল মানেই চূড়ান্ত পেশাদারিত্বও। পাঁচবার সিনিয়র ও তিনবার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ জয়ী দল এভাবে সংবাদমাধ্যমকে অনুশীলন দেখার জন্য অনুরোধ করছে, দুনিয়ার সামনে নিজেদের স্কিল উজাড় করে দিচ্ছে, নিশ্চিতভাবেই বিরল ঘটনা। অথচ বাস্তব হল, নকআউট নিশ্চিত করার পর কাল নাইজারের বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচের আগে এতটাই খোলামেলা ও ফুরফুরে মেজাজে পুরো দল। পেশাদারিত্ব ও আগামীর ভাবনাটা তার মধ্যেও রয়েছে। প্রমাণ মিলল সাংবাদিক সম্মেলনের শেষের দিকে। যখন প্রশ্ন করা হল, কাল নাইজারের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে কি একাধিক বদল দেখা যাবে ?

দোভাষী মিডিয়া ম্যানেজারের কাছে প্রশ্নের অনুবাদ শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন ব্রাজিল কোচ। একটু সময় নিয়ে তিনি পোর্তুগিজে যা বললেন, তার মানে হ্যাঁ অথবা না, দুটোই হতে পারে। সৌজন্যে স্পেন ও উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে দেখা কিছু হলুদ কার্ড। পরিসংখ্যান বলছে, ব্রাজিল দলের অন্তত ৩-৪ জনের একটা করে হলুদ কার্ড দেখা হয়ে গেছে। তাই তাদের কাল বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে আগামীর লক্ষ্যে। তবে দরকার পড়লে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত নিতে দু-বার ভাববেন না কার্লোস। ব্রাজিল কোচ বলছিলেন, 'আমাদের কাছে ফুটবল দুনিয়া কী প্রত্যাশা করে, জানি ভালোই। আমরা সবসময় জেতার জন্যই মাঠে নামি। কাল নাইজারের বিরুদ্ধেও সেই ভাবনা বদলাচ্ছে না। সঙ্গে কার্ডের ব্যাপারটাও মাথায় রাখছি আমরা। অবস্থা বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব কাল।'

উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝড় তোলার পাশে গোলমুখী একাধিক শটও নিয়েছিলেন লিঙ্কন, অ্যান্টোনিয়োরা। কিন্তু ম্যাচে গোল হয়েছে মাত্র দুটো। বেশিরভাগ শটই বাইরে গিয়েছিল সেদিন। এটা কী ব্রাজিলের উদ্‌বেগের জায়গা ? প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেললেন কার্লোস। বলে দিলেন, 'ফুটবলে এমনটা হতেই পারে। আমাদের স্টাইল বজায় রেখেই খেলব কাল। বিপক্ষ ডিফেন্সিভ ফুটবল খেললে কীভাবে গোল আদায় করতে হয়, জানি আমরা।' অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচ প্রায় শেষ পর্বে। ব্রাজিলকে শুরু থেকেই চ্যাম্পিয়নের মতো লাগছে। বাকি কোন দলকে ভালো লাগল ? সতর্ক ভঙ্গিতে ব্রাজিল কোচ ইংল্যান্ড ও স্পেনের নাম জানালেন। বলে দিলেন, 'দারুণ লড়াই হচ্ছে। আমার ইংল্যান্ড ও স্পেনের খেলা ভালো লেগেছে।'

একদিকে, ব্রাজিল যখন অলউইন রেকর্ড নিয়ে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে চাইছে, তখন পাওলিনহোদের কালকের প্রতিপক্ষ নাইজারের রীতিমতো বেহাল দশা। উত্তর কোরিয়াকে হারালেও স্পেনের কাছে চূর্ণ হয়েছে তারা। পরের পর্বে যেতে হলে কাল ব্রাজিলকে হারাতেই হবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা সম্ভব বলে কেউ মনেই করছে না। সকালে বেনোলিমের মাঠে নাইজারের অনুশীলন নিয়েও কারোর আগ্রহ ছিল না। অনুশীলনের সময় একটা বল মাঠের ধারে রাস্তায় চলে গিয়েছিল। সেটা ফিরিয়ে আনতে নাজেহাল হতে হয়েছে নাইজারকে। হয়তো কাল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ম্যাচেও এমনই অবস্থা হবে নাইজারের।

কারণ, ছন্দে থাকা ব্রাজিল যে এখন সেন্টিমেন্টোস এম কাসার মুডে।

গুরুতর অভিযোগ অনূর্ধ্ব-১৭ কোচের বিরুদ্ধে

মাতোসের কটাক্ষ কনস্ট্যানটাইনকে, অবাক ফেডারেশন কর্তারাই

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ● নয়াদিল্লি

১২ অক্টোবর ঃ একই দেশের দুটি আলাদা আলাদা দলের দায়িত্বে দুজন। অথচ একজন আর একজনের দিকে ঘুরিয়ে আঙুল তুলছেন। অনূর্ধ্ব-১৭ দল কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গোল করায় বা ভালো খেলায় খুশি সকলেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তার জন্য সেই দলের কোচ সুনীল ছেত্রীদের বা পরোক্ষে স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনকেই ছোটো করার অধিকার পেয়ে গিয়েছেন। ঠিক এই কাজটাই করেছেন মাতোস। তিনি এক দৈনিককে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা তো আর নেপাল বা মালদ্বীপের মতো দেশগুলির সঙ্গে খেলি না। আমাদের কলম্বিয়া বা আমেরিকার মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হয়।' যা শুনে স্তম্ভিত অনেকেই। এতে যে পরিষ্কার কটাক্ষ লুকিয়ে আছে তা সকলেই বুঝতে পারছেন। ঘটনাটা নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত কুরুচিকর বলে মনে করছেন অনেকেই।

এক কর্তা বলেই ফেললেন, 'নেপাল বা মালদ্বীপের বিরুদ্ধে খেললে পয়েন্ট আসবে এবং র‍্যাংকিংও বাড়বে সেই পরিকল্পনাটাও কিন্তু করতে হয়। আর সেই অঙ্কটা যে ঠিকঠাক করতে পারে তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাছাড়া আমরা কিন্তু ১৭৩-তে ছিলাম। সেখান থেকে ৯৭-তে নিয়ে আসতে গেলে কিছু পরিকল্পনা তো করতেই হবে। সেটা সঠিকভাবে করতে পারার জন্যই কনস্ট্যানটাইনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' তাছাড়া ম্যাকাওয়ের মতো দেশকে নিজে পছন্দ করে নেননি ভারতের সিনিয়র দলের কোচ। ড্রতেই এসেছে ম্যাকাও বা মায়ানমারের নাম। ওই কর্তা এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'এই মায়নমারের বিরুদ্ধে তো আমরা হেরে গিয়ে ২০১৫ সালের এশিয়ান কাপটা খেলতে পারিনি। এবার তো ওদের দেশে গিয়ে হারিয়ে এসেছি এবং দুটো ম্যাচ বাকি থাকতেই এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছি। তার জন্য স্টিফেনের কি কৃতিত্ব প্রাপ্য নয়?' গত রাতেই দুই ম্যাচ বাকি থাকতে ২০১৯ সালের এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারত। যার জন্য ফুটবলারদের সঙ্গে সঙ্গে কোচও খানিকটা কৃতিত্ব দাবি করতেই পারেন। তার থেকেও বড়ো কথা, এই কোচ গত দু-বছরে অন্তত ৩০ জন নতুন ছেলে তুলে এনেছেন। যার অর্থ শুধু রিজার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী করা নয়, দ্বিতীয় প্রজন্মও তৈরি ভারতীয় দলের জন্য। মাতোস তাঁর দলের সমালোচনা করলেও এদিন দিল্লি পৌঁছে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। তাঁর বক্তব্য, 'এই ছেলেগুলো সত্যিই খুব ভালো। বিশেষত জিকসনের খুব প্রশংসা করব। আইকনিক গোল ওটা। এই বছরটাই ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে খুব ভালো। র‍্যাংকিংয়ে ১০০-র নীচে নেমে আসা, এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন এবং বিশ্বকাপে ভারতীয় ছেলেদের এই অসাধারণ লড়াই।'

মাতোস সবে এসেছেন, এখনও এক বছরও হয়নি। তার মধ্যেই কথাবার্তায় অসম্ভব উন্নাসিকতা। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে তাঁর দলকে কোনো যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে হয়নি। আয়োজক দেশ হিসেবে সরাসরি খেলছে ভারত। তার থেকেও বড়ো কথা, এই দলটা কিন্তু মূলত নিকোলাই অ্যাডামেরই তৈরি। খারাপ ব্যবহারের জন্যই তাঁকে বাতিল করা হয়। হয়তো প্রথমবার বলেই সেই ছেলেদের লড়াইয়ে সারা দেশই পাশে। কিন্তু সত্যিকারের ভালো খেলা যাকে বলে তা কি সত্যিই দেখা গিয়েছে? একটা গোল করার পরে তাঁদের নিয়ে মহাকাব্য তৈরি হওয়ার পথে। কিন্তু একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মাতোসের ডিফেন্সিভ ভাবনাচিন্তা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব নিয়ে। এবার অবশ্য তার থেকেও গুরুতর অভিযোগ উঠে গেল। অনূর্ধ্ব-১৭ দল যেখানে আছে, দিল্লির সেই হোটেলেই হঠাৎ এক এজেন্টের আনাগোনা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল এবং সেই এজেন্ট জোশেফ মোহন নাকি মাতোসেরই বন্ধু। তাঁরই সঙ্গে কথাবার্তা বলেই টিম হোটেলে এসে ফুটবলারদের বিরক্ত করছেন ক্রমাগত। এর আগে ফরাসি দলগুলির এজেন্টের কাজ করেছেন মাতোসও। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব দুজনেরই। এমনকি বিরক্ত ফুটবলাররাও কোচকে অভিযোগ জানিয়েছেন কিন্তু তাতে আমল দেননি মাতোস। একথা জানার পরে সবথেকে বেশি অস্বস্তিতে ফেডারেশন সচিব স্বয়ং। কারণ, মাতোস তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই বিষয়ে কুশল দাশ এক ইংরেজি দৈনিককে বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, 'আমরা সঠিকভাবে ব্যাপারটা জানি না। তবে যদি ঘটে থাকে তাহলে সেটা আদৌ কাম্য নয়।' প্রসঙ্গত এর আগেও এআইএফএফ এক কোচকে বিতাড়িত করে এজেন্টদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের জন্য। এখন মাতোসের কী হয় সেটাই দেখার।

কলকাতার নিউ টাউনে একটি স্কুলে হালকা মেজাজে ফুটবলে মেতে রয়েছেন ইংল্যান্ডের অ্যাঞ্জেল গোমেজ।

আইএফএ ছাড়ার পদক্ষেপ শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর ঃ রাজ্য ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) বিরুদ্ধে চরম পথের দিকে পা বাড়াল মোহনবাগান। বৃহস্পতিবার সবুজ-মেরুনের এগ্‌জিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে পাঁচ সদস্যের বিশেষ কোর কমিটি গঠন করা হল। এই কমিটিই বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে দেখবে মোহনবাগান ভবিষ্যতে আর আইএফএ-র অধীনে থাকবে কিনা। এদিন বিকেলে মধ্য কলকাতার এক হোটেলে বসেছিল মোহনবাগানের এগ্‌জিকিউটিভ কমিটির বৈঠক। সেখানেই সর্বসম্মতভাবে এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। ক্লাবের সচিব অঞ্জন মিত্র, সহসচিব সৃঞ্জয় বসু, কোশাধ্যক্ষ দেবাশিস দত্ত, ফুটবল সচিব সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও মাঠ সচিব স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন এই কমিটিতে। তাঁরাই কলকাতা লিগের বিভিন্ন ম্যাচ ও বাকি অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।

চতুর্থীতে কলকাতা লিগ নির্ধারক ডার্বি ড্র-এর পর থেকেই মোহনবাগান ক্লাবের কর্তারা বিষোদ্‌গার করে চলেছেন আইএফএ-র প্রতি। একটি বিশেষ দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে ক্রীড়াসূচি থেকে রেফারি-চয়ন, সবটাই হয়ে থাকে বলে তাঁদের অভিযোগ। উল্লেখ্য, মোহনবাগান মাঠে রেনবো ম্যাচে তাঁরা ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে প্রথম অভিযোগের সূত্রপাত। আর ডার্বি ড্র করে খেতাব খুইয়ে তাঁদের অভিযোগের তীব্রতা বেড়েছে। আগে আইএফএ-র এক কর্মীর বিরুদ্ধে 'চোর' অপবাদ দিতেও পিছপা হননি বাগান কর্তারা। এদিনের বৈঠকের পরে আইএফএ-র বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের সুর ছিল রীতিমতো চড়া। বাগান ক্লাব কর্তারা অভিযোগ করেন, 'আইএফএ-তে ঠিক কী কী হয় আমরা সব জানি। তবে বাধ্য হয়েই সবটা জনসমক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে এবারের কলকাতা লিগের পরে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে ক্লাবের সভ্য-সমর্থকদের। তাই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করার জন্য এই কোর কমিটি গঠন করা হল।' এদিন আইএফএ-র বিরুদ্ধে তদন্তেরও অভিযোগ তোলা হয়েছে ক্লাব কর্তাদের পক্ষে। পাশাপাশি বাগান কর্তারা জানিয়ে দেন, কলকাতায় আয়োজিত হতে চলা পরবর্তী ডুরান্ড কাপে অংশগ্রহণ করবে মোহনবাগান।

মোহনবাগানের ঝাঁজালো অভিযোগের মুখে আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বলে দিলেন, 'তাঁদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।' ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রেক্ষিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা জানতে চাইলে আইএফএ সচিবের সাবধানি সংযোজন, 'গোটা বিষয়টায় নজর রাখছি। আপাতত সমস্ত বিষয়টা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে লিগ সাব কমিটিতে। তারাই গোটাটা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' মোহনবাগান ও আইএফএ দুই পক্ষই বিষয়টা নিয়ে যে ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে, সেটা পরিষ্কার।

টিকিট বিতর্ক

ফিফা-র লোকাল কমিটির দিকে অভিযোগ উৎপলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ অক্টোবর ঃ অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের টিকিট বিতরণ নিয়ে বিতর্কের মাঝে ফিফার লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির দিকে অভিযোগের আঙুল ঘোরাল আইএফএ। কলকাতার মাটিতে আয়োজিত হওয়া ম্যাচগুলিতে প্রাক্তন ফুটবলাররা খেলা দেখার টিকিট না পেয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা আইএফএ-র লটারির মাধ্যমে টিকিট বিতরণকে হাস্যকর বলে কটাক্ষও করেছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার যাবতীয় অভিযোগের তির ফিফার লোকাল অর্গানাইজিং কমিটির দিকে ঘুরিয়ে দিলেন আইএফএ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, অপর্যাপ্ত টিকিট হাতে পেয়েই তাঁদের বাধ্য হয়ে লটারির মাধ্যমে টিকিট বিতরণের পথ বেছে নিতে হয়েছে। উৎপালবাবুর দাবি, 'ফিফার লোকাল কমিটি সর্বসমক্ষে দাবি করেছিল, ভারতের জার্সিতে খেলা সমস্ত প্রাক্তনীদের খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। পরে সেই অনুযায়ী তারা আমাদের কাছে ভারতের জার্সিতে খেলা রাজ্যের প্রাক্তনীদের তালিকা চেয়ে পাঠায়। আমরা পাঠিয়েছিলাম ২২০ জনের তালিকা। তার উত্তরে তারা আমাদের কাছে পাঠায় মাত্র ৫০টি টিকিট। পরে সভাপতি সুব্রত দত্তের জোরাজুরিতে আরও ৩৫টি টিকিট আসে। মোট ৮৫টি করে ম্যাচ টিকিট দিয়ে আমাদের বলা হয় ব্যাপারটা বুঝে নিতে।' ২২০ জন প্রাক্তনীর মধ্যে কীভাবে ৮৫ টিকিট ভাগ করে দেওয়া হবে, সেটা ঠিক করতে আইএফএ-কে বেশ ঝক্কি পোহাতে হয় বলেও দাবি তাঁর। ঠিক হয়, দেশের জার্সিতে খেলে পদ্মশ্রী, অর্জুনের মতো পুরস্কার প্রাপকদের হাতে সবকটি ম্যাচের টিকিট দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী ১৬ জনকে কলকাতার সব ম্যাচের টিকিট দেওয়া হয়। বাকি ৬৯টি টিকিট বাকি প্রাক্তনীদের মধ্যে দেওয়ার জন্য ৫ প্রাক্তন ফুটবলারের মাধ্যমে টিকিট বিতরণের ক্ষেত্রে লটারির বন্দোবস্ত করা হয় বলেই জানান আইএফএ সচিব। প্রাক্তনীদের অভিযোগ ঘিরে তাঁর খেদ, 'আইএফএ তো বরাবরই বক্সিংয়ের পাঞ্চিং ব্যাগ।'

সোচ্চার সমর্থকরা, বিপর্যয়ের উত্তর খুঁজছেন প্রাক্তনীরা

আমস্টারডাম, ১২ অক্টোবর ঃ ২০১৮ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ নেদারল্যান্ডস। সমর্থকদের প্রবল সমালোচনার মুখে কোচ থেকে দলের ফুটবলাররা। এমনকি ডাচ ফুটবল প্রশাসকরাও বাদ যাচ্ছেন না এই সমালোচনার হাত থেকে। 'টোটাল ফুটবলে'র দেশ নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন ফুটবলারও মানতে পারছেন না পরের বছর রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলবেন না তাঁরা। ক্রুয়েফের দেশের প্রাক্তন ফুটবলাররা ইতিমধ্যেই খেলোয়াড়দের খেলার মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ডাচ তারকা ভান ডার হেইড বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের গা-ছাড়া মনোভাবের জন্যই এমন পরিস্থিতিতে পড়ল নেদারল্যান্ডস। কোয়ালিফায়ার রাউন্ডে পরিকল্পনামাফিক খেলতে পারেনি গোটা দলই। ট্যাকটিকাল ফুটবল খেলেই বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের পরিচিত করেছিল নেদারল্যান্ডস। ১৯৭৪, '৭৮-এ সেই টোটাল ফুটবল মুগ্ধ করেছিল সবাইকে। কিন্তু এই দলের খেলায় কোনো পরিকল্পনাই আমার চোখে পড়েনি। আমাদের প্রত্যাশা নিয়ে ছেলেখেলা করেছে প্লেয়াররা।' বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার থেকে ছিটকে যাওয়ার পাশাপাশি নেদারল্যান্ডসের পক্ষে দুঃসংবাদ, দেশের জার্সি গায়ে আর মাঠে নামতে দেখা যাবে না ডাচ তারকা আর্জেন রবেনকে। রবেনের পথ ধরে এবার ২০১০ বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ বিশ্বকাপের সতীর্থ রবিন ভ্যান পার্সি, স্নেইডাররাও অবসরের পথে পা বাড়ান কিনা সেটাই এখন দেখার।

ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর কাছে হেরে বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে আমেরিকার। ১৯৮৬-র পর থেকে টানা বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ইউএসএ-কে এই প্রথম বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যাবে না। আমেরিকার প্রাক্তন ফুটবলার থেকে সমর্থকরা সরাসরি আমেরিকার সকার ফেডারেশনের সভাপতি সুনীল গুলাটির পদত্যাগ দাবি করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে ৫৭টি গোলের মালিক ল্যানডন ডোনোভান বলেছেন, 'ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর বিরুদ্ধে আমরা যে ফুটবল খেলেছি তা হতাশাজনক। এমন ফুটবল আশা করা যায় না।'

টানা তৃতীয় জয় প্যারাগুয়ের, নকআউটে মালিও

মুম্বই, ১২ অক্টোবর ঃ অনূর্ধ্ব-১৭ ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগের ম্যাচে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল প্যারাগুয়ে। গ্রুপ-বি-র ম্যাচে তারা তুরস্ককে উড়িয়ে দিল ৩-১ গোলে। প্রথমার্ধের ৪১ মিনিটে দলের হয়ে প্রথম গোল করেন জিওভানি বোগাদো। ফ্রি-কিক থেকে অনবদ্য গোল করে যান এই মিডফিল্ডার। ২ মিনিট পরেই প্যারাগুয়ের হয়ে ব্যাবধান বাড়ান ফার্নান্দো কার্দোজা। ম্যাচের ৬১ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি আসে অ্যান্তেনিও গ্যালানোর পা থেকে। ম্যাচের ২ মিনিটেই পেনাল্টি পেয়েছিল প্যারাগুয়ে। অবশ্য তা থেকে গোল করতে পারেননি প্যারাগুয়ে ফুটবলার জারাটে। ম্যাচ হারলেও যথেষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিলেন তুরস্কের ফুটবলাররা। স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় গোল করতে ব্যর্থ হয় তুরস্ক। খেলার একদম শেষ লগ্নে তুরস্কের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন করিম কেসজিন। টানা জয়ের সুবাদে নকআউট রাউন্ডে পৌঁছে গেল প্যারাগুয়ে।

অন্যদিকে, দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়ে গ্রুপ-বি-র দ্বিতীয় দল হিসেবে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া নিশ্চিত করল মালি। ২০১৫ সালের যুব বিশ্বকাপের রানার আপ মালি দলের হয়ে এই ম্যাচে গোল করেন জিডোউ, ট্রায়েরো এবং এনদিয়া। কিউয়ি দলের হয়ে একমাত্র গোল স্পার্গের।

মুম্বইয়ের গরমে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টায় প্যারাগুয়ের পেড্রো।

বিশ্বকাপে মহিলা রেফারির অভিষেক কলকাতায়

ফুরফুরে ইংল্যান্ড ও ফোকাসড ইরাকের চিন্তায় গ্রুপসেরা অবস্থান

অঞ্জন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১২ অক্টোবর ঃ হালকা মেজাজে ইংল্যান্ড, অনুশীলনে মগ্ন ইরাক। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে চড়া ধাঁচের ম্যাচে জেতার পরে ফুটবলারদের এদিনটা বিশ্রাম দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের প্রশিক্ষক স্টিভ কুপার। সকালে নির্ধারিত রুদ্ধদ্বার অনুশীলন বাতিল করেন তাঁরা। বদলে স্যাঞ্চো-ফোডেনরা গিয়েছিলেন নিউটাউনের একটি স্কুলে। সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করে, ফুটবল খেলে সময় কাটান ইয়ং লায়ন্সরা। ফুটবল থেকে নিজেদের কিছুটা দূরে রেখে তরতাজা করার পাশাপাশি কলকাতার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হিসেবেই এই পদক্ষেপ বলে জানান ইংল্যান্ডের প্রশিক্ষক। স্টিভ কুপার বলছিলেন, 'ট্রেনিং গ্রাউন্ড থেকে যুবভারতী বা হোটেল সব জায়গাতেই কলকাতার লোকজন আমাদের আপন করে নিয়েছে। তাই তাঁদের কিছুটা সঙ্গ ফিরিয়ে দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। আর যেখানে এসেছি, সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশার এহেন সুযোগ কি আর হাতছাড়া করা যায়।' কলকাতাস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল মূলত ফিফার অনুমতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। চড়া ধাঁচের ম্যাচের শেষে অনুশীলন থেকে বিরত থাকলেও কুপারের মাথায় যে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে শক্তিশালী ইরাকের বাধার কথা ঘুরছে সেটা পরিষ্কার। ইতিমধ্যে নকআউটে নিজেদের স্থান পাকা করে নিলেও যে ম্যাচে হালকাভাবে খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই পরিষ্কার করে দিয়েছেন ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের প্রশিক্ষক। কারণটা, ইরাকের বিরুদ্ধে জিতলে বা ড্র করলে তবেই গ্রুপ এফ-এর চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরের পর্বে যেতে পারবে ইংল্যান্ড। সেক্ষেত্রে রাউন্ড অফ-১৬ এই শক্ত প্রতিপক্ষদের এড়ানো যাবে। পাশাপাশি থাকবে, কলকাতাতেই থেকে গিয়ে যাওয়া-আসার ঝক্কি এড়ানোর সুযোগ। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচে কলকাতার মাটিতেই (২১ অক্টোবর) গ্রুপ এফ-এর চ্যাম্পিয়নরা খেলবে গ্রুপ ই-এর রানার্সদের সঙ্গে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে ইংল্যান্ড এড়াতে পারবে গ্রুপ ই-র সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সের বাধা। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিপক্ষ হতে পারে জাপান। গ্রুপ ই-র দ্বিতীয় স্থানে থাকার লড়াইয়ে হন্ডুরাস থাকলেও ফেভারিট জাপানই। শনিবার এশিয়ার দেশটি কলকাতার মাটিতে তাঁদের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে খেলবে তুলনামূলক দুর্বল নিউ ক্যালিডোনিয়ার বিরুদ্ধে। যে ম্যাচ খেলতে বৃহস্পতিবারই শহরে পৌঁছে গিয়েছে দু-দেশের ফুটবলাররা।

এমনিতেই যুবভারতীতে শনিবারের জাপান-নিউ ক্যালিডোনিয়া ম্যাচে ইতিহাস রচনা হতে চলেছে। প্রথম মহিলা রেফারি হিসেবে সেই ম্যাচের দায়িত্ব সামলাবেন এস্টার স্টাউব্লি। ভারতের মাটিতে আয়োজিত হওয়া অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের জন্য সাতজন মহিলা রেফারির নাম ঘোষণা করেছিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। কলকাতার মাটিতেই প্রথমবার মহিলা রেফারির হাতে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বভার দিচ্ছে ফিফা। শনিবারের প্রথম ম্যাচে ইতিহাসের পাশাপাশি কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের নজর থাকবে পরের সন্ধের ম্যাচের তীব্র লড়াইয়ের দিকেও। যে ম্যাচে গ্রুপ এফ-চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াইয়ের নামবে ইংল্যান্ড ও ইরাক। ইংল্যান্ড দল ফুরফুরে মেজাজে থাকলেও সেই ম্যাচের জন্য এদিন থেকেই কিন্তু প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইরাক। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম জয় যাতে ফুটবলারদের ফোকাস নষ্ট না করে, সে ব্যাপারে সতর্ক ইরাকের কোচ কাতাহান চিতির। অনূর্ধ্ব-১৬ এএফসি চ্যাম্পিয়নদের কোচ বলছিলেন, 'গত ২-৩ বছর ধরে তিলে তিলে এই দলটাকে গড়ে তুলেছি আমরা। একসঙ্গে থেকে সামনের দিকে এগোনোই আমাদের লক্ষ্য। ইংল্যান্ড কিন্তু বেশ শক্তিশালী দল। সে প্রমাণ তারা রেখেছে। তবে প্রত্যেক ম্যাচের জন্য ভিন্ন সমীকরণ ও স্ট্র্যাটেজি করতে হয়, সেই অনুযায়ী নতুন পরিকল্পনা করেই এগোচ্ছি আমরা।' রিকভারি ট্রেনিংয়ের মাঝেও এদিন বেশ তরতাজা লেগেছে ইরাকি তরুণ ফুটবলারদের।

বাউন্সার নিয়ে ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের হুংকার কামিন্সের

মেলবোর্ন, ১২ অক্টোবর ঃ চলতি বছরের অ্যাসেজ শুরু হতে এখনও মাস দেড়েক বাকি। তারকা অলরাউন্ডার বেন স্টোকসকে নিয়ে যখন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তখন গাব্বায় প্রথম বল পড়ার অনেক আগেই ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের বাউন্সার নিয়ে হুংকার দিয়ে রাখলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ফাস্ট বোলার প্যাট কামিন্স। ছয় বছরের কেরিয়ারে প্রথমবার ঘরের মাঠে টেস্ট খেলার অপেক্ষায় থাকা কামিন্স অ্যাসেজের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের পরই দেশে ফিরে এসেছেন। আসন্ন মহারণের প্রস্তুতির ফাঁকে এপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের স্কোয়াডে একাধিক ভালো উচ্চতার পেসার রয়েছে। যারা জোরে বল করতে ভালোবাসে। ফলে ইংরেজ ব্যাটসম্যানদের বাউন্সার নিয়ে সতর্ক থাকতেই হবে। উইকেটে বাউন্স থাকলে আমাদের কাজটা আরও সহজ হবে। মন্থর পিচে অভ্যস্ত ব্যাটসম্যানরা গতি পছন্দ করে না। কিন্তু আমরা বাউন্সি পিচে খেলেই বড়ো হয়েছি। ফলে এটাই আমাদের মূল শক্তি। ঘরের মাঠে আমি সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। শর্ট বল আসন্ন অ্যাসেজে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হবে।' মৌখিক বাগ্‌যুদ্ধ শুরুর পাশপাশি ইংরেজ অধিনায়ক জো রুট ও ওপেনার অ্যালিস্টার কুকের উইকেটকে সবচেয়ে দামি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ২৪ বছরের কামিন্স। তাঁর কথায়, 'রুট বর্তমানে দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। কুকের অভিজ্ঞতা প্রচুর। ফলে ওদের দুজনকে তাড়াতাড়ি আউট করতে পারলে আমাদের সুবিধা হবে।' ঘরের মাঠে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নামার প্রসঙ্গে কামিন্সের বক্তব্য, 'ঘরের মাঠে সবাই খেলতে চায়। আমিও ব্রিসবেনে সুযোগ পেলে খুশি হব। কয়েক বছর আগে অ্যাসেজে মিচেল জনসনের বিধ্বংসী বোলিং দেখেছিলাম। এবার সেই ভূমিকা পালন করতে চাই। নির্বাচকরা আমার উপর ভরসা রেখেছেন। সেটার মর্যাদা দিতে চাই। অ্যাসেজের আগে কয়েকটা শিল্ড ম্যাচে নামার পরিকল্পনা রয়েছে।'

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক আইরিশদের

ডাবলিন, ১২ অক্টোবর ঃ চলতি বছরের জুনে আফগানিস্তানের সঙ্গে তারাও টেস্ট খেলিয়ে দেশের এলিট প্যানেলে জায়গা পেয়েছিল। আফগানিস্তান ইতিমধ্যেই এমসিসি একাদশের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলে ফেলেছে। এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে আইরিশদের। দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত না হলেও আগামী বছরের শুরুর দিকে ম্যাচটি হবে।

অবসর নিয়ে মতবদল ভিদালের

স্যান্টিয়াগো, ১২ অক্টোবর ঃ গতকালই অবসর ঘোষণা করেছিলেন তারকা মিডফিল্ডার আর্তুরো ভিদাল। যদিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের পুরোনো অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন তিনি। টুইটারে তিনি বলেছেন, 'দল যখনই ডাকবে আমি দেশের স্বার্থে ১০০ শতাংশ দিতে প্রস্তুত। চিলি একঝাঁক যোদ্ধাদের দল। আমিও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ফলে লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াব। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সাফল্যের সরণিতে ফিরে আসার জন্য সবাইকে চেষ্টা করতে হবে।' এদিকে, বিশ্বকাপের বার্থ নিশ্চিত করতে না পারায় হতাশায় সাংবাদিক সম্মেলনেই দলের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করলেন চিলির কোচ অ্যান্তোনিও পিজ্জি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'চিলির কোচের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার দায় দলের প্রত্যেকের। আমার সিদ্ধান্ত দেশের ফুটবল কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছি। বাকিটা কর্তাদের ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে।'